10087 - আখরোতরে জীবন অন্তহীন

প্রশ্ন

আখরোতে মানুষ কতদনি বাঁচবে; অনন্তকাল, নাকি আল্লাহ যতদনি চান? এ ব্যাপারে ইসলামি আকদিা কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আল্লাহ তাআলা এ দুনয়িার ধ্বংস এবং দুনয়িাবাসীর মৃত্যু নর্িধারণ করে রখেছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "ভূপৃষ্ঠরে সবকছিুই ধ্বংসশীল। একমাত্র সম্মান ও শ্রদ্ধাযোগ্য আপনার প্রতপিালকরে চহোরা ছাড়া।"।[সূরা আর-রহমান, আয়াত: ২৬-২৭] তনিি আরও বলনে: "প্রত্যকে প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনকারী। এরপর তাদরেকে আমার দকিইে ফরিে আসতে হবে।"[সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৭৫]

এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে পুনরুত্থতি করবনে। এবং তাদরেকে চরিস্থায়ী জীবন দান করবনে; যার কোন শষে নইে। প্রত্যকেরে আমল অনুযায়ী তাদরে হসিাব নবিনে। নকেকারকে তার নকেি অনুপাতে প্রতদিান দবিনে। বদকারকে তার বদ অনুযায়ী প্রতদিান দবিনে। এরপর মানুষ দুই ভাগ হয়ে যাবে। একভাগ জান্নাতে যাবে; অপরভাগ জাহান্নামে যাবে। জান্নাতবাসী চরিস্থায়ী জান্নাতে থাকবে। জাহান্নামবাসী চরিস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।

কুরআনে কারীম ও সহহি হাদসিে এ মর্মে অনকে সুস্পষ্ট দললি রয়ছেে–

১. আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর যারা ঈমান এনছেে ও সৎকর্ম করছে,ে অবশ্য আমি প্রবষ্টি করাব তাদরেকে জান্নাত,ে যার তলদশেে প্রবাহতি রয়ছেে নহরসমূহ। সখোনে তারা থাকবে অনন্তকাল। সখোনে তাদরে জন্য থাকবে পবত্রি স্ত্রীগণ। তাদরেকে আমি প্রবষ্টি করাব ঘন ছায়া নীড়ে"।[সূরা নসিা, আয়াত: ৫৭]

ইমাম তাবারী বলনে: "সখোনে তারা থাকবে অনন্তকাল" কোন অন্ত বা শষে ছাড়া এবং বরিতহীনভাবে। সদা সর্বদা সখোনে তাদরে জন্য তা থাকব।ে[তাফসরিে তাবারী (৫/১৪৪)]

২. তনিি আরও বলনে: "আল্লাহ বললনেঃ আজকরে দনিে সত্যবাদীদরে সত্যবাদতিা তাদরে উপকারে আসব।ে তাদরে জন্যে রয়ছেে– উদ্যান; যার তলদশেে নর্িঝরণিী প্রবাহতি হব;ে তারা তাতে চরিকাল থাকব।ে আল্লাহ তাদরে প্রতি সন্তুষ্ট। এটইি মহান সফলতা।"[সূরা মায়দিা, আয়াত: ১১৯]

৩. তনিি আরও বলনে: “যারা কুফরী অবলম্বন করছে এবং সত্য চাপা দয়িে রখেছে, আল্লাহ কখনও তাদরে ক্ষমা করবনে না এবং সরল পথ দখোবনে না। তাদরে জন্য রয়ছে জাহান্নামরে পথ। সখোনে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৯]

৪. তনিি আরও বলনে: “নশ্চিয় আল্লাহ কাফরেদরেকে অভসিম্পাত করছেনে এবং তাদরে জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রখেছেনে। তথায় তারা অনন্তকাল থাকবে এবং কনো অভভিাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।”[সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৬৪-৬৫]

৫. তনিি আরও বলনে: “কন্তিু আল্লাহর বাণী পৌছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়ছে জাহান্নামরে অগ্নি। তথায় তারা চরিকাল থাকবে।”[সূরা আল-জন্নি, আয়াত: ২৩]

ইবনে কাছরি বলনে:

“তথায় তারা চরিকাল থাকবে” অর্থাৎ তথায় তারা বরিতহিীনভাবে অবস্থান করবে। সখোন থকেে বরে হতে পারবে না কংিবা দূরে যতেে পারবে না।[তাফসরিে ইবনে কাছরি, (৩/৫২০)]

৬. আল্লাহ তাআলা কাফরেদরে সম্পর্কে সংবাদ দতিে গয়িে বলনে: তারা কখনো সখোনে মৃত্যুবরণ করবে না এবং ভাল জীবন যাপন করবে না। তনিি বলনে: “নশ্চিয়ই যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসবে, তার জন্য রয়ছে জাহান্নাম। সখোনে সে মরবে না এবং বাঁচবওে না।”[সূরা ত্বহা, আয়াত: ৭৪] তনিি আরও বলনে: “এরপর তারা সখোনে মরবওে না; বাঁচবওে না।” [সূরা আল-আ’লা, আয়াত: ১৩]

কুরতুবী এ আয়াতরে ব্যাখ্যায় বলনে: “তারা সখোনে মরে গয়িে শাস্তি থকেে স্বস্তি পাবে না; আবার বাঁচার মত বাঁচবওে না।”[তাফসরিে কুরতুবী ২০/২১]

৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “মৃত্যুকে (শারীরকি রূপ দয়িে) মাথায় সাদাদাগযুক্ত কালো রঙরে মষেরে আকৃতি দয়িে আনা হবে। তারপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে: হে জান্নাতবাসী! এ আওয়াজ শুনে তারা ফরিে তাকাবে। আহ্বানকারী বলবে: তোমরা কি একে চনে? তারা বলবে: হ্যাঁ; এতো মৃত্যু। তারা প্রত্যকেইে তো ইতপিূর্বে তাকে দখেছে। এরপর আবার ডাক দয়িে বলবে, ওহে জাহান্নামবাসী! এ আওয়াজ শুনে তারাও ফরিে তাকাবে। এরপর প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চনি? সবাই জবাব দবিে, হ্যাঁ (আমরা তাকে চনি), এ তো ‘মৃত্যু’। তারা প্রত্যকেইে তো ইতপিূর্বে তাকে দখেছে। এরপর সে মষেটকিে জবাই করা হবে। অতঃপর ঘোষণা দয়ো হবে, হে জান্নাতবাসী! এখানে মৃত্যুহীন চরিস্থায়ী জীবন। হে জাহান্নামবাসী! এখানে মৃত্যুহীন চরিস্থায়ী জীবন। এরপর তনিি তলোওয়াত করনে:

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

অর্থ- “আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা গাফলতিতে আছে।” [সূরা মারয়িাম, আয়াত: ৩৯] এরা হচ্ছে- দুনিয়ার গাফলে মানুষগুলো। “তারা ঈমানদার নয়” [সহিহ বুখারি (৪৪৫৩) ও সহিহ মুসলমি (২৮৫০)]

সহিহ বুখারি (৬১৮২) ও সহিহ মুসলমি (২৮৫০) এ ইবনে উমরের বর্ণনাতে এসছে-“এতে করে জান্নাতবাসীগণ আরও বশেি আনন্দতি হবে এবং জাহান্নামবাসীগণ আরও বশেি দুঃশ্চন্তিাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।”

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে: এই মষে, মষেকে শায়োনো, যবহে করা এবং উভয় দলরে এ দৃশ্যকে দখো বাস্তব; কল্পনা নয়; কংিবা অভনিয় নয়। অথচ কছিু কছিু ব্যক্তি এ বষিয়ে চরম ভুল করছেনে। তনিি বলছেনে: মৃত্যু তো- একটি অশরীরী বষিয়। অশরীরী বষিয়কে কভিাবে দহে দয়ো হবে; থাকতো জবাই করা।

এই অভমিত সঠকি নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা মৃত্যু থকেে মষেরে আকৃতি সৃষ্টি করবনে এবং সে মষেকে জবাই করা হবে। যভোবে আমলগুলোকে দৃশ্যমান আকৃতি দয়ো হবে এবং এর আলোকে সওয়াব ও শাস্তি দয়ো হবে। আল্লাহ তাআলা অশরীরীকে শরীর দতিে পারনে। সে অশরীরী জনিসিটা হবে ওটাকে সৃষ্টি করার উপাদান। যমেনভিাবে তনিি দহে থকেে অশরীরী জনিসি সৃষ্টি করতে পারনে। আবার তনিি অশরীরী জনিসি থকেে অশরীরী জনিসিও সৃষ্টি করতে পারনে এবং শরীরী জনিসি থকেে অন্য শরীরী জনিসি সৃষ্টি করতে পারনে। এ চারটি প্রকাররে প্রত্যকেটি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতায় রয়ছেে। এর দ্বারা বপিরীতমুখী দুই জনিসি একত্রতি হওয়া আবশ্যকীয় নয় এবং এটি অসম্ভব কছিু নয়। তাছাড়া এমন দূরবর্তী কোন ব্যাখ্যা করারও প্রয়োজন নইে; যমেনটি কউে কউে বলছেনে: মৃত্যুর ফরেশেতাকে জবাই করা হবে। এ ধরনরে কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে উপর অসার সংশোধনী আনার পর্যায়ে এবং এটি এমন বাতলি ব্যাখ্যা যা ববিকে-বুদ্ধি কংিবা নকলি দলিলি কোনটা দ্বারা অনবিার্য নয়। বরং এ ধরনরে ব্যাখ্যা দয়োর কারণ হচ্ছে- রাসূলরে বাণীর মর্মার্থ বুঝার মত যথাযথ যোগ্যতা না-থাকা।[হাদউিল আরওয়াহ, পৃষ্ঠা-২৮৩, ২৮৪]

৮. ইবনে উমর (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবশে করার পর, জাহান্নামবাসীগণ জাহান্নামে প্রবশে করার পর একজন ঘোষক দণ্ডায়মান হয়ে ঘোষণা করবে: ওহে জাহান্নামবাসী আর মৃত্যু নইে; ওহে জান্নাতবাসী আর মৃত্যু নইে, চরিস্থায়ী জীবন।[সহিহ বুখারি (৬১৭৮) ও সহিহ মুসলমি (২৮৫০)]

৯. আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: “একজন ঘোষক ঘোষণা করবে (অর্থাৎ জান্নাতবাসীদরে মাঝে): তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে; কখনো অসুস্থ হবে না। সজীব থাকবে; কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। যুবক থাকবে; কখনো বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা নয়োমতরে মধ্যে থাকবে; কখনো বঞ্চতি হবে না। আল্লাহর বাণী: ‘এই যে, জান্নাতরে উত্তরাধকিারী তোমরা হয়ছে, এটা তোমোদরে কর্মরে

ফল।’[সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৭২] দ্বারা এটাই উদ্দশ্যে করা হয়ছে।[সহহি মুসলমি (২৮২৭)]

অতএব, ও মুসলমি ভাই! এ দুনয়িায় থাকাকালে নকেীর দকিে ছুটে চলুন। দুনয়িা তো সামান্য কয়কেটি দনি। এরপর অনন্ত সে জীবনে স্থানান্তরতি হবনে; হয়তো আপনার গন্তব্য জান্নাত; যে জান্নাতরে নয়োমত অফুরন্ত। কংিবা জাহান্নাম; যে জাহান্নামরে আগুন চরিস্থায়ী। আর দরেী নয়; আর দরেী নয়; এখনি শুরু করুন। ‘অচরিইে করব’ এ বুলি বর্জন করুন। কারণ জাহান্নামবাসীদরে অধকিাংশ চৎিকার হবে- ‘অচরিইে করব’।

আল্লাহ আমাদরেকে ও আপনাদরেকে জান্নাতরে বাসন্দিা করুন। আমীন